পাতাল রেল ক্লাস ৬-৭

(সিডি৮/এনডি৬এস)

পাতাল রেল যাকে সরকারি ভাষায় বলে মেট্রোরেল, ১৯৮৪ সালের ২৪শে অক্টোবর কলকাতায় দেশের প্রথম পাতাল রেল যাত্রা শুরু হল। কলকাতাবাসি যাতে দ্রুত ও স্বচ্ছন্দে কলকাতার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে এবং যানজট ও ভীড় এড়িয়ে চলাচলের সুবিধা হয় সে কারণেই পাতাল রেলের পরিকল্পনা। প্রথমে দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত এই রেল চলাচল করত। এখন দমদম থেকে গড়িয়া পর্যন্ত যাতায়াত করে।

প্রতিটি রেকে আটটির মত কোচ আছে। প্রতিটি কোচে বসার আসন আছে চুয়ান্নটি। প্রথম প্রথম কুড়ি মিনিট অন্তর এক একটি রেল চলছিল। এখন অফিস যাত্রীদের জন্য চার মিনিট অন্তর রেল আর অন্য সময় আট মিনিট অন্তর অন্তর। রেল বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। সুড়ঙ্গ পথে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা যথেষ্ট সর্তকতার সঙ্গেই করা হয়েছে। রেলপথ হয়েছে ধুলো মুক্ত। পাতাল রেলের আরো দুটি প্রজেক্ট করে রাখা আছে। প্রথম হাওড়া-রামরাজাতলা থেকে গঙ্গার নিচে দিয়ে সল্টলেক পর্যন্ত। দ্বিতীয় দক্ষিণেশ্বর থেকে চেতলা পর্যন্ত। অবশ্য এই পথের সবটাই হবে মাটির ওপর দিয়ে। যানজট সমস্যা-জর্জরিত শহর কলকাতার মেট্রো রেল আশীর্বাদ স্বরূপ। আজকাল প্রচুর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেলও হয়ে গেছে।

পাতাল রেল হওয়ায় কলকাতার মানুষের প্রচুর উপকার হয়েছে। আগে যেমন উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে বাসে করে যেতে আসতে দু ঘন্টা সময় লেগে যেত এখন সেটা কুড়ি মিনিটেই যাতায়াত করা যায়। রাস্তায় কোন কারণে অবরোধ হলে বা পথ দুর্ঘটনার জন্য রাস্তা বন্ধ থাকলে মানুষ পাতাল রেল করে খুব সহজেই যেতে পারে। আমি তো স্কুলের প্রথমদিন থেকে মায়ের সাথে পাতাল রেলেই যাই। আবার একটু বড় হতেই টিউশন যেতাম পাতাল রেলে করে। মাকে সব সময় দেখেছি পাতালরেলের পথটা বেছে নিতে। আমার মত স্কুলের প্রচুর ছেলেমেয়েরা পাতালরেলে করে যাওয়া আসা করে। আমার বাবা, কাকারাও পাতালরেলে অফিস যায়।

পাতালরেলে যাতায়াতের অসুবিধাও আছে অনেক। যখন তখন ট্রেন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আটকে পড়ে। মাঝে মধ্যে আলো পাখা বন্ধ হয়ে রেল দাঁড়িয়ে পড়ে। এখন আবার মানুষ আত্মহত্যার জায়গা হিসেবে পাতালরেলকে বেছে নিয়েছে। প্রচুর পুলিশ পাহারায় থাকে তবু মানুষের রেলের তলায় ঝাঁপ দেওয়া কমছে না। অনেকে আবার ঝাঁপ দিয়েও বেচেঁ ফিরে আসে। ইদানিং পাতালরেলে হঠাৎ করে আগুনও লেগে যাচ্ছে। তখন রেল একেবারে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে। এত অসুবিধার মধ্যেও মানুষ পাতালরেলকে নিজের করে নিয়েছে। শুধুমাত্র কম সময়ে দূরবর্তী স্থানে পৌঁছনো যায় বলে।

এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পাতালরেল কলকাতাবাসীর কাছে গর্বের বিষয়।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪